পুরুলিয়ায় ভোররাতে গুলি তৃণমূল কর্মীকে

পুরুলিয়া, ৭ নভেম্বর ঃ অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। বুধবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার পাঁড়ুই গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম পিন্টু সিনহা (৪০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালীপুজোর রাতে পাঁঠাবলির পর ভোররাত নাগাদ তিনি মাংস ছাড়াচ্ছিলেন। সে সময়ই হঠাৎ করে তাঁকে লক্ষ করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা গুলি করে পালিয়ে যায়। পিন্টুবাবুর কোমরে গুলি লাগে। তাঁকে প্রথমে পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেখান থেকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আইসিসিইউ-য়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পিন্টুবাবু। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দেনার দায়ে আত্মঘাতী যুবক

আসানসোল, ৭ নভেম্বর ঃ দেনার দায়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফরিদপুর থানার সরপি মোড়ে। মৃত যুবকের নাম মৃণাল গোস্বামী (৩৭)। পুলিশ জানায়, মৃণাল গোস্বামীর বাজারে প্রচুর টাকা দেনা ছিল। সেই কারণে বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল সে। বুধবার সকালে বাড়ির লোকেরা তাঁকে বাইরে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তর জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশে অনুমান, মানসিক অবসাদেই আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি।

খড়্গপুরের শপিংমলে আগুন

খড়্গপুর, ৭ নভেম্বর ঃ দীপাবলির সকালে আগুনে পুড়ল খড়্গপুর শহরের মালঞ্চ রোডের একটি শপিংমল। বুধবার ভোরবেলা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই শপিংমল থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলবাহিনীকে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় এবং দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়্গপুর টাউন থানার পুলিশ এবং খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে শপিংমলের একতলা। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও পর্যন্ত অনুমান করা যায়নি। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান দমকলকর্মীদের।

গাঁজা সহ দুটি গাড়ি আটক

দুবরাজপুর, ৭ নভেম্বর ঃ গাঁজা পাচারের সময় দুটি গাড়ি আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের দুবরাজপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কলুপাড়ায়। দুটি গাড়ি থেকে চারটি কার্টনে ৫৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে গাড়ির মালিক ও চালককে ধরা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, কালীপুজোর রাতে রাস্তায় তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় কলুপাড়ায় খোকন গড়াইয়ের বাড়ির সামনে দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশকর্মীদের। তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় গাঁজা। গাঁজার কার্টনগুলি মণিপুর থেকে আসছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে সম্ভবত খোকন গড়াইও যুক্ত। কারণ এর আগে গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে দশ বছরের জেল হয়েছিল খোকনের। জেল থেকে বেরিয়ে সে ফের এই কারবার শুরু করেছে বলে সন্দেহ পুলিশের। গাঁজা উদ্ধারের পর থেকেই খোকন পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

আসানসোল, ৭ নভেম্বর ঃ এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আসানসোলের উত্তর থানার ধাদকার এলাকায়। মৃত যুবকের নাম ধীরাজ পসারি (৩৮)। এদিন দুপুরে ধীরাজকে তাঁর নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তমীর দিন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় ধীরাজের। স্থানীয়রা জানান, এরপরেই ধীরাজের মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর মাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। বুধবার দুপুর পর্যন্ত ধীরাজ ঘরের দরজা না খোলায় বাড়ির লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দরজা ভেঙে তাঁরা ধীরাজের ঝুলন্ত দেহটি দেখতে পান। তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার জন্য ওই যুবক মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন।

কালীপুজোর রাতে দূষিততম কলকাতা

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ, পুলিশ ও দূষণনিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কড়া নজরদারি সত্ত্বেও শব্দবাজির দাপট থেকে মুক্তি পেল না কলকাতাবাসী। সুপ্রিমকোর্টের রায় রাত ৮ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত শব্দবাজি ফাটানো যাবে। কিন্তু সেই রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রায় সারারাত ধরেই চলল তাণ্ডব। বুধবার কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবছর ৬৪টি শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগ পেয়েছেন তাঁরা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। গত বছর এই অভিযোগ জমা পড়ে ১২১টি। গ্রেফতার হয় ১১২ জন। এবছর সেই তুলনায় অভিযোগ অনেক কম। তবে শব্দবাজি ছাড়াও অন্যান্য বাজি পোড়ানোয় যে অত্যধিক ধোঁয়া তৈরি হয় তাতে দূষণের পরিমাণ আরও বাড়ে। তাই কালীপুজোর রাতে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত মহানগর। এমনকি শিলিগুড়ি ও হাওড়ার পরিবেশ ছিল আরও খারাপ।

মার্কিন দূতাবাসে থাকা দূষণমাপক যন্ত্রের তথ্য অনুসারে মঙ্গলবার রাত ১১ টায় কলকাতার বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পিএম (পার্টস পার মিলিয়ন) ২.৫-এর পরিমাণ ছিল ৬৭০। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অংশে ভাষমান ধূলিকণার পরিমাণ নিরাপদ সীমার থেকে প্রায় ৭ গুণ বেশি ছিল। ওই সময় শিলিগুড়ির আকাশে ধূলিকণার পরিমাণ ছিল ১ হাজারেরও উপরে। তবে বুধবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ও কোথাও কোথাও বৃষ্টির ফলে একলাফে অনেকটাই নেমে যায় দূষণের মাত্রা। যদিও তাতেও রেহাই মেলেনি। বুধবার দুপুর ২টোতেও কলকাতার বাতাসে পিএম ২.৫-এর পরিমাণ ছিল ৩০৬। যা স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের যোগ্য নিরাপদ সীমার থেকে প্রায় ৩ গুণ বেশি। অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের দাবি অনুসারে শব্দবাজির মাত্রা খানিক কমলেও অন্যান্য বাজিতে বিশেষ করে রংমশাল, হাওয়াই, ফানুসের মতো বাজিগুলোতে দূষণের মাত্রা বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। একাধিক জায়গায় পোড়া রকেট, হাওয়াই বা ফানুস পড়ে পুজো প্যান্ডেল ও বাড়ির মধ্যে আগুন লাগারও খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে তা ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আগে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলে খবর।

আলোয় সেজেছে মহানগর। – সংবাদচিত্র

(ডানদিকে) পুরীর জগন্নাথদেবের আদলে বাঁকুড়ার পোদ্দারপাড়া শ্যামাপুজো কমিটির প্রতিমা। ছবি ঃ রূপেশ খান

আদালতের নির্দেশ ও পুলিশের কড়াকড়ি

বজ্র আঁটুনিতে আসানসোলে কমল শব্দবাজির দাপট

আসানসোল, ৭ নভেম্বর ঃ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ তো ছিলই, তার উপরে ছিল পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও হুঁশিয়ারি। সব মিলিয়ে বজ্র আঁটুনিতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল শিল্পাঞ্চলে কালীপুজো ও দীপাবলির রাতে শব্দবাজির দাপট কমল অনেকটাই। তবে, বাজি যে একবারেই ফাটেনি, তা নয়। যা ফেটেছে, তা একবারেই চোরাগোপ্তাভাবে।

শব্দবাজি রুখতে এই প্রথম শিল্পাঞ্চলে পুলিশের তৎপরতা লক্ষ করা গেল। বলা ভালো, এবার পুলিশ ছিল অনেকটাই সক্রিয়। গাড়ি ও বাইক নিয়ে আসানসোলের কন্যাপুর, ঊষাগ্রাম থেকে বার্নপুরের রিভারসাইড, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, বারাবনি, রানিগঞ্জ ও জামুড়িয়া, সর্বত্রই পুলিশ ছুটে বেড়িয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ভোররাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সব এলাকাতেই পুলিশকে টহল দিতে দেখা গিয়েছে। বুধবার রাতেও ছবিটা একইরকম থাকবে বলে পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন।

কালীপুজোর সন্ধ্যা থেকেই আসানসোলের বিভিন্ন থানার মোবাইল ভ্যানে শব্দ পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে পুলিশ ঘুরে বেরিয়েছে। শব্দ বাজি বা মাইকের শব্দ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বেশি হলেই এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, ওইদিন শব্দবাজির ফাটানোর তেমন অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের এডিসিপি (পশ্চিম) অনমিত্র দাস নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য কখনও সালানপুর, কখনও হিরাপুর, কখনও বা কুলটিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাইকের আওয়াজ অথবা শব্দবাজি ফাটানো নিয়ে আমরা অভিযোগ পাইনি। তবে, হিরাপুর থানা এলাকায় চকলেট বোমার ২২টি প্যাকেট সহ দুজনকে ধরেছে পুলিশ। হিরাপুর থানার বিভিন্ন এলাকার জুয়ার ঠেক থেকে ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ২২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে।'

প্রতিবার চিত্তরঞ্জন রূপনারায়ণপুর ও সালানপুরের বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোর রাতে দেদারে শব্দবাজি ফাটানো হত। জোরে মাইকও বাজত। এবার পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে, বলছেন অনেকেই। অধ্যাপক সাগর মুখোপাধ্যায় ও সমাজকর্মী সংহিতা বসুর কথায়, 'হয়ত সুপ্রিম কোর্টের ভয়ে মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা বেড়েছে। পুলিশও খুব সজাগ ছিল। রূপনারায়ণপুর এলাকায় বড়ো পুজোগুলো হয়। এখানে পুলিশকর্মী ও অফিসাররা সর্বত্র ছোটাছুটি করায় অতীতের মতো যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি।' আসানসোলের পরিবেশ দপ্তরেও শব্দবাজি বা শব্দদূষণ নিয়ে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জানিয়েছেন দপ্তরের আধিকারিক সুদীপ ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, দুর্গাপুর ও আসানসোলের দায়িত্বে থাকা পরিবেশ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার অঞ্জন ফৌজদার বলেন, 'আসানসোলের সালানপুরে ও দুর্গাপুরের বিধাননগর থেকে শব্দবাজি নিয়ে অভিযোগ এসেছিল। পুলিশ দুটি ক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়েছে। আর বায়ুদূষণ গতবারের তুলনায় কম। যদিও বিভিন্ন জায়গা থেকে সব রিপোর্ট এলে প্রকৃত ছবি মিলবে।'

মদ বিক্রিতে রেকর্ড রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ শারদোৎসবের মরশুমে এবার মদ বিক্রিতে রেকর্ড আয় হয়েছে রাজ্য সরকারের। পুজোর মাসে সরকার ১২৭৫ কোটি টাকার মদ বিক্রি করেছে। যা রেকর্ড বলে দাবি সরকারের। আবগারি দপ্তর তৈরি হওয়ার পর এক মাসে এত রাজস্ব কখনও আসেনি বলে জানা যায়। যা নিয়ে আবগারি দপ্তর উৎফুল্ল হলেও উদ্বেগের পারদ চড়েছে বিভিন্ন মহলে।

প্রসঙ্গত, মদের পাইকারি বাজারের রাশ এখন রাজ্য সরকারের হাতে। এই ক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি মাসে গড়ে ৯০০ কোটি থেকে ৯৫০ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়। পুজোর মাসে যা হাজার কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ১২৭৫ কোটি টাকার মদ এক মাসে বিক্রি হওয়ায় রীতিমতো বিস্মিত আবগারি দপ্তরের কর্তারাও। তাঁদের আশা ছিল এই মাসে মদের বিক্রি হাজার কোটি টাকা হবে। তা ছাড়িয়ে যে মদ বিক্রি এইভাবে রেকর্ড গড়বে তাঁরা ভাবতে পারেননি। আবগারি দপ্তর সূত্রে প্রকাশ, বিয়ারের বিক্রি গত বছরের তুলনায় কিছু কমলেও দেশি ও বিদেশি মদ বিক্রির ক্ষেত্রে ফারাকটা খুব বেশি নয়। গত মাসে বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছিল ১,২০,০২,৬৪৭ লিটার। গত বছরের তুলনায় প্রায় ৫৭ শতাংশ বেশি। দেশি মদের বিক্রি টেক্কা দিয়েছে বিদেশি মদকে, মোট বিক্রির পরিমাণ ১,২৪,১২,২৪৭ লিটার। গত বছর এই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩১ শতাংশ বেশি। গত বছরের তুলনায় প্রায় ২১ শতাংশ কমে এবার ৪৯,৮৮,১৩৮ লিটার বিয়ার বিক্রি হয়েছে। যা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। সাধারণত নেশাদার মদ্যপদের কাছে মদ হিসেবে বিয়ারের গ্রহণযোগ্যতা কম। হালকা পানীয় হিসেবে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই তা পান করেন। এহেন বিয়ারের জনপ্রিয়তা যে ভাটার মুখে পুজোর মাসে এর বিক্রির হিসেবে তা মালুম হচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করে।

> **পুজোর মাসে সরকার ১২৭৫ কোটি টাকার মদ বিক্রি করেছে। ১২৭৫ কোটি টাকার মদ এক মাসে বিক্রি হওয়ায় রীতিমতো বিস্মিত আবগারি দপ্তরের কর্তারাও। তাঁদের আশা ছিল এই মাসে মদের বিক্রি হাজার কোটি টাকা হবে। তা ছাড়িয়ে যে মদ বিক্রি এইভাবে রেকর্ড গড়বে তাঁরা ভাবতে পারেননি।**

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর রেশ না কাটতেই চলতি মাসে কালীপুজো, দেওয়ালি, ভাইফোঁটা, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী, কার্তিকপুজো আছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া উৎসবে মদ বিক্রির পরিমাণ অক্টোবরকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা আবগারি দপ্তরের নজর এখন সেই দিকে। চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে শুরু হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। রাজ্যের চলচ্চিত্রমোদি মহল ছাড়া দেশ-বিদেশের অতিথিরাও এখানে যোগ দিতে আসছেন। ফলে সব মিলিয়ে চলতি মাসেও যে উৎসবের ধুম চলবে তা বলাই বাহুল্য।

মদের পাইকারি ব্যবসা হাতে নেওয়াই শুধু নয়, সব জেলায় একটি করে মদের দোকান খোলারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। যা নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের তরুণ বিধায়ক মিল্টন রশিদ সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। প্রতিবেশী বিহার সহ একাধিক রাজ্যে যখন মদ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ হচ্ছে তখন এই রাজ্যে খোদ সরকারের মদের ব্যবসা নিয়ে তৎপরতায় ক্ষুব্ধ বিভিন্ন মহল। সূত্রে প্রকাশ, শুধু এই রাজ্য নয়, প্রতিবেশী একাধিক রাজ্যেও হু হু করে বিকোচ্ছে এই রাজ্যের মদ। এই রাজ্যই হোক বা অন্য রাজ্যের মদ্যপায়ী, কেউ স্বেচ্ছায় তা পান করলে সরকারের দোষ কোথায়, এমনই বক্তব্য আবগারি দপ্তরের একাংশের। বরং এই খাতে সরকারের রাজস্ব আয় ফুলে ফেঁপে ওঠায় তৃপ্ত তাঁরা।

অন্ধকারে আলো।। বীরভূমের আদিবাসী এলাকায় আলোর উৎসবে কচিকাঁচারা। ছবি ঃ ইন্দ্রজিৎ রায়

স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া, যুবককে খুন করল স্বামী

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ একদিকে যখন পরকীয়াকে বৈধ বলে ঘোষণা করছে সুপ্রিমকোর্ট, তখন পরকীয়ায় লিপ্ত যুবককে নৃশংসভাবে খুন হতে হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে অমানবিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে বুধবার। মধ্যমগ্রামের তিরপল দক্ষিণজোড়া গ্রামে খালের মধ্যে মেলে হাত-পা কাটা মুণ্ডুহীন একটি দেহ। দেহটি শনাক্ত করে জানা যায় তাঁর নাম হাসান আলি। মৃতের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী প্রতিবেশী আরজিনা বিবির সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত ছিলেন হাসান। তার জেরে আরজিনার স্বামীই হাসানকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুসারে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্য বেশ কয়েকবার সালিশি সভায় ডাকা হয় হাসান-আরজিনাকে। কিন্তু তাঁরা এই সম্পর্ক থেকে বেরোতে নারাজ ছিলেন। মঙ্গলবার আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান হাসান আলি। বহু খোঁজাখুঁজির পর বুধবার সকালে গ্রামের খাল থেকে মেলে তাঁর মুণ্ডুহীন হাত-পা কাটা দেহ। যা উদ্ধার করতে এসে ক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‌্যাফ নামাতে হয়। শেষপর্যন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মৃতের মাথা ও হাত-পায়ের খোঁজ এখনও মেলেনি। সন্ধান চালাতে গ্রেফতার করা হয় আরজিনা বিবি ও তাঁর স্বামীকে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের বক্তব্য অনুসারে জেরার মুখে আরজিনা বিবির স্বামী জানিয়েছেন হাসানের সঙ্গে স্ত্রীকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন তিনি। রাগের মাথায় তাড়া করে হাসানের মাথায় চপার দিয়ে আঘাত করেন তিনি। তৎক্ষণাৎ দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় মুণ্ডুটি। পরে হাত-পা কেটে পাশের খালে ফেলে দেওয়া হয়। তার বক্তব্য অনুসারে তাকে সহায়তা করেছেন স্ত্রী আরজিনা বিবিও।

বিয়ের দু'মাসের মাথায় বধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

বর্ধমান, ৭ নভেম্বর ঃ পণ না মেলায় বিয়ের দুই মাসের মাথায় বধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কালনার নাদনঘাট থানার মরুইডাঙ্গা গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম লিপিকা মণ্ডল (১৯)। ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মৃতার পরিবারের তরফ থেকে নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতার মা রেণুকা রায় বলেন, 'কালনার নিঙড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি। নাদনঘাট থানার মরুইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সুজয় মণ্ডলের সঙ্গে গত ভাদ্র মাসে বিয়ে হয় আমার মেয়ের।' মৃতার দাদা বাপন রায় বলেন, 'বিয়ের পরেই লিপিকার স্বামী ও শ্বশরবাড়ির লোকজন পণ বাবদ তিরিশ হাজার টাকা, তিন ভরি সোনার গয়না ও একটি মোটরবাইকের দাবি করে। পণের দাবি মেটানোর জন্য ছয় মাস সময় চেয়েছিলাম আমরা। পণ না পেয়ে তারা প্রতিদিন লিপিকার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত। বাড়িতে ফোন করে লিপিকা তার উপর চলা অত্যাচারের কথা জানায়। মঙ্গলবার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন লিপিকাকে খুন করে তার শরীরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে চম্পট দেয়। মঙ্গলবার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠায়।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

বীরভূম, ৭ নভেম্বর ঃ এক আদিবাসী কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল বীরভূমের লোকপুরের দেবগঞ্জ গ্রামে। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ওই নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বাবা-মায়ের সঙ্গে কালীপুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। বাড়ি ফিরে যে যার নিজের ঘরে চলে যায়। রাতে নিজের ঘরে একাই ঘুমোত ওই নাবালিকা। মঙ্গলবারও বাড়ি ফেরার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে যায় সে। মৃতার বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, রাতে কেউ বা কারা ঘরে ঢুকে ওই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যায়। লোকপুর থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বীরভূমের পুলিশ সুপার জানান, ময়নাতদন্তের পর ওই তরুণীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানা যাবে।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

আসানসোল, ৭ নভেম্বর ঃ আসানসোলের কুলটি ও বারাবনি থানা এলাকায় দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃতরা হলেন কুলটির অনিল কুমার (২০) ও বারাবনির ওয়েস্ট আমডিহা কোলিয়ারি কোয়ার্টারের টুটুন বাউড়ি (২৭)। টুটুন বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিলেন। সেইসময় আমডিহা রোডে সিআইএসএফ ক্যাম্পের সামনে পেছন থেকে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে কুলটির রাধানগর পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি গাড়ি অনিল কুমারকে ধাক্কা মারে। আহত অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিটফান্ড কাণ্ড

কোমর বেঁধে নামতে চলেছে ইডি ও সিবিআই

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ চিটফান্ড কাণ্ডে আগামী সপ্তাহেই জোরদার তদন্তে নামতে চলেছে কেন্দ্রীয় দুই এজেন্সি সিবিআই ও ইডি। ইডি সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায়, সম্প্রতি সুদীপ্ত রায়চৌধুরির বাড়ি তল্লাশি করে তাঁকে গ্রেফতার করায় তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ নথি এসেছে, তা থেকে তাঁরা রোজভ্যালি কাণ্ডে টাকা সরানোর সঙ্গে যুক্ত শাসকদলের বেশ কিছু নেতার হদিস পেয়ে গিয়েছে। তাই তারা উৎফুল্ল। তাদের কথায়, এতদিনে ঠিক জায়গায় হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

রোজভ্যালি ও সারদা ছাড়া হুগলির আরামবাগের এ্যাঞ্জেল নামে চিটফান্ডের ব্যাপারেও এবার তদন্তে নামছে ইডি বলে জানা গিয়েছে। ওই সংস্থার মালিক হাকিবুল বেশ কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর বর্তমানে গ্রেফতার হয়ে মুম্বই জেলে রয়েছে। ইতিমধ্যেই ইডি কর্তারা জানতে পেরেছেন, ওই সংস্থার মূল অফিস আরামবাগে হলেও তার কাজকর্ম হত ৯৪ রিপন স্ট্রিটের এক বহুতল থেকে। অভিযোগে প্রকাশ, বহুতলের মালিক হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক। ওই বাড়িটির একতলায় ৩টি, দোতলায় ১টি ও ৫ তলায় আরও একটি ফ্ল্যাট ছিল ওই চিটফান্ডের নামে। হালে ৫ তলার ফ্ল্যাটটি তাদের নামে থাকলেও অন্য ফ্ল্যাটগুলি হাকিবুলকে ধরার জন্য সিবিআই চেষ্টা শুরু করতেই তা হাতবদল হয়ে গিয়েছে। ইডি কর্তারা খবর পেয়েছেন, ওই সংস্থাটির বেআইনিভাবে সরানো মোটা অঙ্কের টাকা বর্তমানে খাটছে শাসকদলের এক বিধায়ক ও দুই পুরপিতার প্রোমোটারি ব্যবসায়। তারা আরও জানতে পেরেছে, কলকাতা বন্দর এলাকাতেও ওই সংস্থাটি এক তৃণমূল নেতার সহায়তায় বিশাল প্রকল্পে টাকা লাগিয়েছে।

তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন

দুবরাজপুর, ৭ নভেম্বর ঃ এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার দেবগঞ্জে। অভিযোগ, ঘুমের মধ্যেই মুখে কাপড় গুঁজে ওই তরুণীকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তারপর তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। বুধবার সকালে খবর পেয়ে লোকপুর থানার ওসি নীলোৎপল বসু বাহিনী নিয়ে এলাকায় যান। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ওই তরুণীকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। মৃত তরুণীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কালীপুজো দেখে গভীর রাতে তরুণী ও তাঁর বাবা-মা বাড়ি ফিরেছিলেন। এরপর তরুণীর বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এদিন ভোরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তরুণীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনায় কোনো পরিচিতই যুক্ত। তাদের চিনে ফেলাতেই খুন হতে হয়েছে তরুণীকে। বীরভূমের পুলিশ সুপার কুণাল আগরওয়াল বলেন, 'একটি অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ওয়েবসাইট চালু করল জামালপুর থানা

বর্ধমান, ৭ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা চালু করল নিজস্ব ওয়েবসাইট। কালীপুজোর দিন এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। থানার তরফে পুলিশ সুপার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, সিআই কৃষ্ণেন্দু ঘোষ দস্তিদার, জামালপুর থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা সহ থানার সকল পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এককথায় জামালপুর পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ। কলকাতা থেকে এই জেলায় ঢুকতেই সবাই প্রথমে জামালপুর থানা এলাকা দেখছে। জেলার অন্য থানার চেয়ে জামালপুরের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাই পুলিশের পাশাপাশি এখানকার সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব রয়েছে জামালপুরের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল রাখার।'

তিনি আরও বলেন, 'কালীপুজোর দিন জামালপুর থানার ওয়েবসাইটটির উদ্বোধন করা হল। এরফলে জামালপুর থানার পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগের একটা সহজ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। আজকের দিন থেকে জামালপুর থানার পরিচিতি নাগরিকদের হাতের মুঠোয় চলে এল। জামালপুর থানার প্রত্যেক অফিসারের নাম ও পরিচিতি জানার সঙ্গে থানার দায়ের হওয়া এফআইআর সংক্রান্ত সব তথ্য ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। কাজের স্বচ্ছতা তুলে ধরতেই জামালপুর থানার পুলিশ এই উদ্যোগ নিয়েছে।' jamalpurpolicestation.in অথবা www.jamalpurpolicestation.in এই সাইটে গেলেই থানার সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে। থানা সংক্রান্ত তথ্যাবলি ছাড়াও জামালপুর এলাকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থান, প্রাচীন মন্দির, মসজিদ সহ জামালপুরের পর্যটনকেন্দ্রগুলিও ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে।

অটো উলটে হত ১, আহত ২

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (সংবাদ) ঃ উত্তর ২৪ পরগনার লেকটাউনের কাছে ওভারব্রিজে দীপাবলির দিন অটো উলটে মারা গেলেন এক ব্যক্তি। আহত হয়েছে ২ জন। ঘটনার পরই অটোচালক অটো ফেলে চম্পট দেয়। পুলিশ চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির কোনো পরিচয় জানা যায়নি। বুধবার দুপুর ২-৩০ মিনিট নাগাদ ৩ যাত্রীকে নিয়ে একটি অটো বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে লেকটাউনের দিকে যাচ্ছিল। বাইপাসে ভিআইপি রোডের উপর ওভারব্রিজে ওঠার সময় অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। স্থানীয় মানুষ আহত ৩ যাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ৫২বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। বাকি ২ জনকে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। ওই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

আগুনে পুড়ে বৃদ্ধর মৃত্যু

আসানসোল, ৭ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর রাতে প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার আপার চেলিডাঙ্গার শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্টে। মৃতর নাম সুবলকুমার গুপ্ত (৭২)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে মোমবাতি থেকে প্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন সুবলবাবু। আচমকাই তার লুঙ্গি ও জামায় আগুন লেগে যায়। বাড়ির লোকেরা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে বার্নপুর রোডে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করেন। বুধবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।